বাণিজ্য সংবাদ

অলংকার ব্যবসায় কোপ

মুম্বই, ২৪ মার্চ : করোনা সংক্রমণের জেরে নজিরবিহীন ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অলংকার ব্যবসায়ীরা। অলংকার বিক্রির বিচারে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আগে থেকেই অলংকার ব্যবসায় আর্থিক মন্দার প্রভাব পড়েছে। এর উপর এসেছে করোনার কোপ। সংক্রমণের আতঙ্কে শোরুমে ক্রেতাদের ভিড় কমতে শুরু করেছিল। লকডাউন কার্যকর হওয়ার পর শোরুম বন্ধ রাখতে হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এন অনন্ত পদ্মনাভন বলেছেন, গত বছরের তুলনায় এই বছর ৩০ শতাংশ কম অলংকার বিক্রি হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, 'গত বছর জুলাই মাসের পর থেকে ব্যবসায় মন্দা ছিল। এ বছর ইতিমধ্যে এক মাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ুতে আমার নিজেরই ১১টি দোকান ২৬ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এপ্রিল মাসেও পরিস্থিতি বদলের সম্ভাবনা কম।' মুম্বইয়ের জাভেরি বাজার ২৯ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহে সোনা ও অলংকারের চাহিদা ৪০ শতাংশ কমবে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো এবং জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল অলংকার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কয়েক হাজার কর্মীর পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অলংকার ব্যবসায়ীরা দুটি দাবি জানিয়েছেন। এক, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানো হোক এবং আমদানি শুল্ক কমানো হোক। মেটালস ফোকাস লিমিটেডের পরামর্শদাতা চিরাগ শেঠ বলেছেন, 'এরকম পরিস্থিতি কয়েক প্রজন্মে দেখা যায়নি। কোথায় গিয়ে এর শেষ, তাও কারও জানা নেই।' তাঁর ধারণা, পরবর্তী দুটি কোয়ার্টারেও চাহিদা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

রেজিস্ট্রেশনে বাধা

মুম্বই, ২৪ মার্চ : অটোমোবাইল শিল্পে মন্দার কথা কারও অজানা নয়। কিন্তু এই মন্দার বাজারে ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছিল। এখন কানপুর, লখনউ ও দেরাদুনের মতো কিছু শহর ইলেকট্রিক থ্রি হুইলারের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ ইলেকট্রিক ভেহিকলের সেগমেন্টে থ্রি হুইলারের ব্যবসা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি। প্রধানত উত্তর ও পূর্ব ভারতে ইলেকট্রিক থ্রি হুইলারের ব্যবসার হার ভালো। তা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দেওয়ার প্রধান কারণ, সরকারি আধিকারিকদের একাংশ মনে করেন, ইলেকট্রিক থ্রি হুইলারের গতি কম হওয়ায় তারা যানজটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লোহিয়া অটো ইন্ডাস্ট্রিজের চিফ এগজিকিউটিভ আয়ুশ লোহিয়া বলেছেন, 'ই-রিকশা চলাচলের যাবতীয় অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্য রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দিয়েছে।' এই সংস্থা ই-রিকশা তৈরি করে। উত্তর ও পূর্ব ভারতে মাসে গড়ে ১৫ হাজার ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার বিক্রি হয়। প্রতিটির দাম ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকার মধ্যে। কাইনেটিক গ্রিন এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সলিউশন্সের সিইও সুলজ্জা ফিরোদিয়া বলেছেন, কয়েকটি রাজ্যে রেজিস্ট্রেশনের সমস্যা না থাকলেও ই-রিকশা রাস্তায় নামানোর ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি

মুম্বই, ২৪ মার্চ : করোনা সংক্রমণের প্রভাব পড়েছে ভারতের ১৫০০ কোটি টাকার মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির উপর। এই ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসার ৮০ শতাংশ নির্ভর করে সিনেমার উপর। কিন্তু সংক্রমণের আশঙ্কায় সিনেমার মুক্তি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির উপর কোপ পড়েছে। ইন্ডিয়ান মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান ও সারেগামা-র এমডি বিক্রম মেহরা বলেছেন, 'দর্শক ও গ্রাহকদের মনোযোগ এখন ভাইরাসের দিকে। তার প্রভাব পড়ছে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির উপর। অনেক রেকর্ডিং বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ফলে সংগীতশিল্পী ও অন্য কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।' সিনেমার শুটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্পী ও কলাকুশলীরা একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পোশাকের খোঁজে

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলতে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন দেশের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের অনেকেরই পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বা পিপিই নেই। এই অবস্থায় কোন কোন সংস্থা পিপিই তৈরি করতে পারে, তাদের খোঁজ শুরু করল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। হু-র নির্ধারিত বিধি মেনে এবং আইএসও মানদণ্ড অনুযায়ী এই পিপিই তৈরি করা হবে। পোশাকের পাশাপাশি এন-৯৫ মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্কও তৈরি করতে বলা হয়েছে।

লকডাউনের জেরে ফাঁকা অমৃতসরের রাস্তা। – এএফপি

করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ৫১৯, মৃত ১০

লকডাউনে রাস্তায় পুলিশ-জনতা লুকোচুরি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : যার বিপদ তার হুঁশ নেই, পাড়া-প্রতিবেশীর ঘুম নেই। লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে রাজ্যে রাজ্যে পুলিশ-জনতার লুকোচুরির এমন ছবিটা যেন বেশি করে ধরা পড়ল। স্টেজ থ্রি সংক্রমণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেশ। সংক্রমণ যাতে মহামারির আকার না নেয়, এখন তার চেষ্টা চলছে। তার মধ্যেই পাড়ার রকে বসে আড্ডা, বাইকে চড়ে লকডাউন দেখতে বের হওয়া, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের বাজার করা, ফাঁকা রাস্তায় ক্রিকেট খেলার দৃশ্য ফ্রেমবন্দি হয়েছে। বহু জায়গায় পুলিশকে বাইকের পিছনে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে। লাঠি উঁচিয়ে ফাঁকা করতে হয়েছে চায়ের দোকানের জটলা। শুধু কলকাতা শহরেই লকডাউন ভাঙার অভিযোগে ২৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লিতে সেই সংখ্যাটা ৭৭। আটক ৬৭৪ জন। এদিন সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে শাহিনবাগের সিএএ বিরোধী জমায়েত ভেঙে দিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হলেও বড় কোনও সংঘাত হয়নি। তবে অবস্থান না তোলায় শাহিনবাগ চত্বর থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লিতে সারা দিনে ৬৬টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশে গাড়ি বের করার অভিযোগে প্রায় ৩ হাজার চালককে জরিমানা করা হয়েছে। পঞ্জাবে মানুষের বাইরে আসা ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে প্রশাসনকে। গত সাত দশকে দেশে সাক্ষরতার হার, সচ্ছলতা বাড়লেও সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে সচেতনতা কতটা বেড়েছে, সারাদিনে সেই প্রশ্ন বারবার উঠেছে। যদিও সংক্রমণ বাগে আসার লক্ষণ নেই।

মঙ্গলবার দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫১৯ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ৯-এ পৌঁছেছে। মুম্বইয়ে এদিন আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ৬৫ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধ সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ফিরেছিলেন। এর ফলে ভারতে মৃতের সংখ্যা ১০ হল। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে নতুন করে ১০ জনের করোনা ধরা পড়েছে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭। সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে কেরলে। দক্ষিণের রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৯৫ জন সংক্রামিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার আরও ৪ জনের করোনা সংক্রমণের খবর নিশ্চিত করেছে গুজরাট সরকার। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৯ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ৩৩ জন করে আক্রান্ত হয়েছেন। কর্ণাটক, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় সংখ্যাটা যথাক্রমে ৩৭, ২১ ও ২৬। মণিপুরেও একজন সংক্রামিতের হদিস পাওয়া গিয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে সংক্রমণের এটাই প্রথম ঘটনা।

বিদেশ থেকে আসা মানুষদের চিহ্নিত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে রাজ্য সরকারগুলি। আমেরিকা, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর গত কয়েকসপ্তাহে লক্ষাধিক ভারতীয় দেশে ফিরেছেন। শুধু পঞ্জাবেই ৯০ হাজার অনাবাসী এসেছেন। তাঁদের অনেকের মধ্যে করোনার লক্ষণ রয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। বিদেশ থেকে ঘরে ফেরার পর তাঁদের অনেকেই কোয়ারান্টিনে থাকার বদলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং টুইটে লিখেছেন, 'যাঁরা বাড়িতে থাকার (হোম কোয়ারান্টিন) নির্দেশ মানছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সবার নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে একজনের ভুলে, তা যাতে বিফলে না যায় সেদিকে নজর রাখছে প্রশাসন।'

উত্তর-পূর্বেও করোনা

ইম্ফল, ২৪ মার্চ : উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে আগেই ছড়িয়েছে নোভেল করোনা ভাইরাস। বাদ ছিল কেবল উত্তর-পূর্ব ভারত। মঙ্গলবার সেখানেও হানা দিয়েছে সংক্রমণ। মণিপুরের এক তরুণীর শরীরে মারণ ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। ২৩ বছর বয়সি ওই তরুণী কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছিলেন। তাঁকে ইম্ফলের জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স-এ ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে। আক্রান্তের পরিবারের সদস্যদের কোয়ারান্টিন করা হয়েছে। ফেরার পর যাঁরা ওই তরুণীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ভারতকে হু'র সার্টিফিকেট

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিদিন করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিপদের খবরের মধ্যে আশার আলো দেখাচ্ছে হু'র একটি তথ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব বলছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হলেও সুস্থ হয়ে ওঠার ছবিটাও নেহাত মলিন নয়। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের প্রায় ১.১ লক্ষ মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে চিন। সেখানে প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ ইতিমধ্যে করোনাকে পরাস্ত করেছেন। ইতালিতে সংখ্যাটা ৭,৪৩২। ইরান, স্পেন, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানেও ২০,০০০-এর বেশি মানুষ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ভারতে এই সংখ্যা ৩৫। তবে অন্যান্য দেশগুলিতে সুস্থ হয়ে ওঠার হার তুলনায় কম। এই তালিকায় আছে আমেরিকা ও ব্রিটেন। চিকিৎসকদের মতে, করোনা যুদ্ধে জয়-পরাজয় এখন নির্ভর করছে নতুন করে সংক্রমণ না ছড়ানো বা তা ঠেকিয়ে রাখার ওপর। যেসব দেশ এই কাজে সফল হয়েছে, সেখানে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ভারতের সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লকডাউন জারি হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি জনঘনত্বের দেশ হলেও ভারত এখনও সংক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে অনেকটাই সফল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে গোটা বিষয়টি নির্ভর করছে আগামী দু'সপ্তাহের ওপর। এর মধ্যে সংক্রামিতের সংখ্যা বিপুলভাবে না বাড়লে বিপদ কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা জোরালো হবে। হু'র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর মাইকেল জে রায়ান বলেছেন, 'এর আগে পোলিও ও গুটিবসন্তের মোকাবিলায় ভারত সাফল্য পেয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়, ওরা সেটা জানে। ভারতের মতো জনবহুল দেশগুলিতেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করছে।'

সতর্কতা আইএমএফের

ওয়াশিংটন, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাসের ধাক্কায় বিশ্বঅর্থনীতির অভূতপূর্ব ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। ২০০৯ সালে বিশ্বজোড়া মন্দার তুলনায় এই ক্ষতি অনেক বেশি হবে বলে সংস্থাটির ধারণা। করোনার তাণ্ডব কতদিন চলবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। করোনা চলে গেলেও তার নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে বেশ কয়েকবছর থাকবে বলে অনুমান করছেন আইএমএফ কর্তারা। ইতিমধ্যে করোনার প্রভাব চিনের অর্থনীতিতে পড়েছে বলে তাঁদের দাবি। চিনের পরিস্থিতি উল্লেখ করে আইএমএফের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেন, 'করোনার জেরে বিশ্ব অর্থনীতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে চলেছে, তা সামাল দিতে আমাদের বহুদিন লেগে যাবে।' সোমবার জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে ক্রিস্টালিনা বলেন, চিন চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু এই অবস্থা থেকে খুব শীঘ্র মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। যদিও সৌদি আরবে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূতের দাবি, চিন তাদের ঘোষণা মতো চলতি বছরে বৃদ্ধির হার ছুঁতে পারবে।

করোনা রোধে ম্যালেরিয়ার ওষুধ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া সারানোর ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানাল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। যদিও তারা মুমূর্ষু করোনা রোগীদের ওপর ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক প্রয়োগের ব্যাপারে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে আইসিএমআরের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রেই শুধু হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন প্রয়োগ করা যাবে। এই ওষুধ তাঁদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে ক্লোরোকুইন কতটা উপযোগী, তা নিয়ে গবেষণা করছেন আমেরিকা ও চিনের বিজ্ঞানীরা। রাজস্থানের কিছু চিকিৎসকও বলেছেন, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও সোয়াইন ফ্লুয়ের ওষুধের ককটেলে সংক্রমণ কমেছে করোনা আক্রান্তের। তবে এখনও এইসব বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলার সময় আসেনি বলে মনে করে আইসিএমআর। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে ছাড়পত্র দিলেও তার কিছু বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স। বিধিনিষেধের মধ্যে আছে, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এর প্রয়োগ, করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের শুধু এই ওষুধ প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণে থাকা উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তদেরও দেওয়া যেতে পারে, প্রেসক্রিপশন ছাড়া হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন প্রয়োগে না, সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি হলে প্রয়োগ ও ওষুধের মাত্রা ঠিক করবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

খাদ্য, ওষুধের মজুতদারি রুখতে ট্রাম্পের নির্দেশ

করোনার ভয়ংকর চেহারা মার্কিন মুলুকে

ওয়াশিংটন, ২৪ মার্চ : ইতালি, স্পেনের পর করোনা ভাইরাসের নিশানায় কি এবার মার্কিন মুলুক? গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ১৩০-এর বেশি করোনা আক্রান্তের মৃত্যু যেন সেই বার্তাই দিচ্ছে। যেভাবে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে আমেরিকায়, তাতে এমন উদ্বেগ ধরা পড়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথাতেও। দেশে স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ ওষুধ, পথ্য ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম মজুত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সোমবার ট্রাম্প একটি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন। তিনি বলেন, 'কোনও অসাধু লোককে আমরা প্রশ্রয় দেব না। অন্যায় কালোবাজারি ও মজুতদারি রুখতে প্রয়োজনে কঠোরতম সিদ্ধান্ত নেব।'

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি। অতি-মহামারির মুখে দাঁড়িয়ে করণীয় স্থির করতে আগামী বৃহস্পতিবার ওই দেশগুলি ভিডিও সম্মেলন করবে বলে জানা গিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলি করোনা মোকাবিলায় কিছুই করছে না বলে জি-২০'র দিকে অনেকেই আঙুল তুলেছিল। এটা তারই জবাব বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতালি ও স্পেনের মতোই দুরবস্থার মুখে আমেরিকা। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা মঙ্গলবার পর্যন্ত ৪৬,১৬৮। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৪৩৪ জন। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫৮২ জনের। একদিনে শতাধিক রোগীর মৃত্যু কপালে ভাঁজ ফেলেছে মার্কিন প্রশাসনের। চিনে ফের নতুন করে সংক্রমণ শুরু হয়েছে। সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানে নতুন করে ৭৮ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছে। এঁদের মধ্যে ৭৪ জনই বিদেশ থেকে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। করোনা উৎপাত থামতে না থামতেই চিনে নতুন একটি ভাইরাসের উপদ্রব বাড়ছে বলে খবর। নতুন এই উপদ্রবের নাম 'হান্টা ভাইরাস'। ইউনান প্রদেশে হান্টা ভাইরাসের সংক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পর কপালে চিন্তার ভাঁজ এখন বেজিংয়ের। উহান বাদ লকডাউন উঠছে চিনের হুবেই প্রদেশ থেকে। করোনার কোপে কার্যত মড়ক লেগেছে ইতালিতে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬০২ জনের। এদিন পর্যন্ত এই দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩,৯২৭। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪,৭৮৯ জন। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬,০৭৮ জনের। এর আগে অবশ্য ইতালিতে একদিনে মৃত্যু হয়েছিল ৭৯৩ জনের। এদিনও স্পেনে বড় থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে আরও ৪১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্পেনে এটাই একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু। এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ২,৬৯৬। বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯-এ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭,২৩৪ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিশ্বের ১৯৫টি দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৫,৫৮৪ জন।

করোনা ঠেকাতে ব্রিটেনে ৩ সপ্তাহ লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। সোমবার রাতে লন্ডনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি জানান, এই সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকানপাট ছাড়া সবকিছুই বন্ধ থাকবে। সব ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানও বন্ধ রাখতে হবে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ব্রিটেনে মৃত্যু হয়েছে ৩৩৫ জনের। লকডাউন হয়েছে নেপালেও। ৩১ মার্চ পর্যন্ত সেখানে লকডাউন চলবে। বাংলাদেশেও আংশিক লকডাউন চালু হচ্ছে বলে খবর।

আয়কর জমা, প্যান-আধার যোগের মেয়াদ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : করোনা-লকডাউনে প্রায় গৃহবন্দি গোটা দেশ। ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। অর্থমন্ত্রকে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকের পর এদিন তিনি বলেন, '২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় ৩১ মার্চের বদলে ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হল। করদাতাদের উৎসাহিত করতে যে বিবাদ সে বিশ্বাস প্রকল্প চালু করা হয়েছিল, তার মেয়াদও বাড়িয়ে ৩০ জুন হয়েছে। যেসব সংস্থার মোট ব্যবসার পরিমাণ ৫ কোটি টাকার কম, তাদের আয়কর জমা করার ক্ষেত্রে কোনও লেট ফি দিতে হবে না। যাদের আয় ৫ কোটি টাকার বেশি তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সুবিধা কার্যকর হবে না। তবে এতদিন আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে দেরি হলে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হত। সেই পরিমাণ কমিয়ে ৯ শতাংশ করা হয়েছে।' লকডাউন শুরু হওয়ার পর জরুরি পরিষেবা বাদে প্রায় সব শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছু সংস্থা কর্মীদের 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর ব্যবস্থা করলেও উৎপাদন শিল্পে সেই সুবিধা নেই। সীতারমণের ঘোষণায় তাই কিছুটা স্বস্তিতে ব্যবসায়ী মহল। এদিন প্যান ও আধার নম্বর সংযোগের সময়সীমাও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। ৩১ মার্চের বদলে তা ৩০ জুন করা হয়েছে। পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) জমা করার সময় বেড়ে হয়েছে ৩০ জুন পর্যন্ত। টিডিএস রিটার্নের সময় অবশ্য অপরিবর্তিত থাকছে। আগে টিডিএস দেরিতে দাখিল করলে ১৮ শতাংশ হারে সুদের অর্থ কেটে নেওয়া হত। এবার সেই হার কমিয়ে ৯ শতাংশ করেছে অর্থমন্ত্রক। সীতারামন বলেন, 'হোম ব্যাংকের বাইরে অন্য কোনও ব্যাংকের এটিএম থেকে একটি ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে ২৪ ঘণ্টায় ৩ বার টাকা তোলার ওপর কোনও চার্জ কাটা হত না। এর বেশি বার টাকা তুললে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেটে নেওয়া হত। হোম ব্যাংকের এটিএমের ক্ষেত্রে তা ছিল দিনে ৫ বার। তারপর টাকা কাটা হত। আগামী ৯০ দিনের জন্য সেই সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে।' অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার শর্তও আপাতত তুলে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। নতুন ব্যবসা নথিভুক্ত করার পর সরকারের কাছে ৬ মাসের মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। সেই সময় বাড়িয়ে একবছর করা হয়েছে। ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে এক কোটি টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

দিশারি ভারত, মানছে হু

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : করোনা সংক্রমণের মোকাবিলায় ভারত গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবে বলে মনে করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ভারত দ্রুত যেসব পদক্ষেপ করেছে, তা দৃষ্টান্তমূলক বলেও জানিয়েছেন হু-এর কর্তারা। হু বলেছে, পোলিও এবং গুটিবসন্তের মতো মহামারি মোকাবিলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারতের। করোনার অতিমহামারিও তারা অচিরে কাটিয়ে উঠবে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারত সরকার অতি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছে। ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলা এবং সামাজিক মেলামেশা বন্ধের ব্যাপারেও ভারত সফল হয়েছে। তাই নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ভারতই পথ দেখাতে পারে গোটা বিশ্বকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর মাইকেল জে রায়ান বলেন, 'ভারত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। যেখানে জনবসতি বেশি, সেখানে এই ভাইরাসের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হওয়া সম্ভব। তবে যেখানে প্রকোপ বেশি, সেইসব জায়গায় ল্যাবের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।' তাঁর মতে, 'এর আগেও ভারত একাধিক মহামারি পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছে। তাই এই ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে তাদের। কাজটা সহজ নয়। তবে যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের মতো দেশের ভূমিকা এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সাফল্য সব দেশকেই অনুপ্রাণিত করবে।' কোভিড-১৯ সংক্রমণের জেরে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬,৫৫৪ হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ইতালিতেই মারা গিয়েছেন ৬,০৭৭ জন। বিশ্বের ১৯৫টি দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৮১,৫২৯ জন।

ট্রেন বাতিলে ভাড়া ফেরত

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ফের তৎপর হল রেল কর্তৃপক্ষ। তারা জানিয়েছে, যাঁরা অনলাইন টিকিট বুক করেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের টিকিট বাতিল করার প্রয়োজন নেই। টাকা নির্দিষ্ট যাত্রীর অ্যাকাউন্টে ফেরত যাবে। তবে যাত্রীরা টিকিট বাতিল করলে নিয়মমাফিক টাকা কেটে নেওয়া হবে। কাউন্টারে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে আগামী তিনমাস সময় দেওয়া হচ্ছে। এই জন্য কোনও চার্জ নেবে না রেল কর্তৃপক্ষ। ৩১ মার্চ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকছে সারা দেশে।

শাহিনবাগ থেকে সরানো হচ্ছে মঞ্চ।

পিছু হটল শাহিনবাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : যে কাজ কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারল না, বিজেপি নেতাদের গোলি মারো স্লোগান এবং দিল্লির হিংসার পরও যাঁরা উঠতে নারাজ ছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতার পরও যাঁরা অনড় ছিলেন, সেই শাহিনবাগের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলনকারীদের অনড় মনোভাবে চিড় ধরাল কোভিড-১৯ ভাইরাস। নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচতে অবশেষে উঠে গেল গত তিনমাস ধরে চলতে থাকা শাহিনবাগের সিএএ বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলন চলবে বলে দাবি করলেও গত কয়েকদিন ধরে শাহিনবাগে প্রতিবাদীদের ভিড় কমছিল। প্রথমে জনতা কার্ফিউ ও পরে লকডাউন শুরুর পর শাহিনবাগ কার্যত ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে শুনসান শাহিনবাগের দখল নেয়।

ওমরের মুক্তি

শ্রীনগর, ২৪ মার্চ : ফারুখ আবদুল্লার পর বন্দিদশা কাটল তাঁর ছেলে ওমর আবদুল্লারও। দুজনই জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় আট মাস বন্দি থাকার পর মুক্তি পেলেন ওমর। মঙ্গলবার তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। গত বছরের ৫ অগাস্ট কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওমর সহ বহু কাশ্মীরি নেতাকে। প্রথম কয়েকমাস প্রতিরোধমূলক হেপাজতে ছিলেন তিনি। চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি জন নিরাপত্তা আইন (পিএসএ) বলবৎ হয় তাঁর ওপর। এদিন ছাড়া পাওয়ার পর ওমর মুখ খুলতে চাননি। তিনি বলেন, 'এখন জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে গোটা বিশ্ব। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ৫ অগাস্টের পর থেকে যাবতীয় ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুলব।'

নির্বাচন স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : করোনা আতঙ্কে স্থগিত হয়ে গেল রাজ্যসভা নির্বাচন। আগামী বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ এই ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার জানিয়ে দেয়, জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ভোট স্থগিত করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

কোভিড-১৯ দাবার বোর্ডে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করছি

অগ্নিশ দে
গবেষক

বস্টন, ২৪ মার্চ : এক দশক হয়ে গেল মার্কিন মুলুকে আছি। এই ১০ বছরের সিংহভাগটাই কেটেছে ফ্লোরিডাতে। গত বছরের অক্টোবর মাসে গবেষণার কাজে বস্টন শহরে চলে আসি। বেশ অনেকদিন মন খারাপ ছিল। বাড়ি থেকে প্রথম দূরে ফ্লোরিডায় আসা। কারণ, তার আগে আমি কখনও কলকাতার বাইরে বাবা-মা, নিজের বাড়ি, বন্ধুদের ছেড়ে থাকিনি। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আমি ছেড়ে এসেছি আমার স্ত্রীকেও, ওর কাজ ফ্লোরিডাতেই।

আমেরিকার এই উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বেজায় ঠান্ডা পড়ে। অনেকদিন ঘুম থেকে উঠে বাইরে তাকিয়ে এক অদ্ভুত, শান্ত, স্নিগ্ধ, সাদা স্বর্গরাজ্য দেখতে পাই। বুঝতেই পারছেন, কলকাতায় বড় হয়েছি। তারপর ফ্লোরিডাতেও সেই গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই তুষারপাত হলে বেশ দারুণ রোমাঞ্চ হয়। ছুটির দিন হলে তো কথাই নেই। জানলার সামনে চেয়ারে বসে নিজেকে ওরহান পামুকের 'স্নো' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কা-এর জায়গায় বসানোর চেষ্টা করি। সমাজের বিভিন্ন মতাদর্শের লোকেদের সঙ্গে মক কনভারসেশন তৈরি করি। অথবা কোনওদিন অ্যাঞ্জেলোপ্লোসের 'ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট'-এর কথা মনে পড়ে।

যাইহোক, এই সব নিয়ে ভালোই ছিলাম। দিনগুলো দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে এই কোভিড-১৯ এসে কেমন যেন সব ওলট-পালট করে দিল। হঠাৎ করেই দোকান-বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় একরকম ভ্যানিস হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে দু'তিন মাসের খাবার, জল, ওষুধ– সব সঞ্চয় করতে শুরু করলেন। ফলে যাঁরা একটু দেরি করে ফেলেছেন তাঁরা এক অদ্ভুত আঁধারে পড়েছেন। যেমন ধরুন, বাড়িতে ছোট বাচ্চা রয়েছে, অথচ দুধ নেই কোথাও। ঘরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষটির জন্য সামান্য কাশির ওষুধ পাওয়া দায়। যখনই নিজের জমা করা খাবারের দিকে তাকাই, কামুর প্লেগ মনে পড়ে–'নোবডি ইজ কেপেবল অফ রিয়েলি থিংকিং অ্যাবাউট এনিওয়ান, ইভেন ইন দ্য ওয়ার্স্ট ক্যালামিটি... উই ক্যাননট স্টার এ ফিংগার ইন দিজ ওয়ার্ল্ড উইদাউট দ্য রিস্ক অফ ব্রিংগিং ডেথ টু সামবডি। ইয়েস আই হ্যাভ বিন অ্যাশেমড এভার সিনস, আই হ্যাভ রিয়ালাইজড দ্যাট উই অল হ্যাভ প্লেগ, অ্যান্ড আই হ্যাভ লস্ট মাই পিস।' যতদিন এগোচ্ছে তত এই ভাইরাসে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে দিকে দিকে বিভিন্ন শহরে শুরু হয়েছে লকডাউন বা যাকে ভদ্র ভাষায় বলা হয় 'শেল্টার ইন প্লেস'। একদম কাছের মানুষ নিজের অজান্তেই বা ভয়ে সাহায্যের হাত সরিয়ে নিচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া না নির্বোধ মিডিয়া, তা বোঝা দায় হয়ে পড়েছে। কারণ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এমন সব আজগুবি গল্প ভাইরাল হচ্ছে যা বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে। প্রত্যেকদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ মারা যাচ্ছেন। রাস্তাঘাটে শ্মশানের নীরবতা। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা কেমন বার্গম্যানের সেভেনথ সিল-এর অ্যান্টোনিয়াসের চরিত্র হয়ে উঠছি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের মতো করে ঘরে ফিরছি। দেখছি মানুষের দীনতা আর দাবার বোর্ডে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করছি।

এতগুলো বছরে এই দেশের কর্মসংস্কৃতি আমায় মুগ্ধ করেছে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম আমি এই দেশে এসেই শিখেছি। কিন্তু এই প্রথম এই নিষ্ঠার কারণে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছি। কোভিড-১৯ সর্বগ্রাসী না হওয়া পর্যন্ত আমি বা আমার স্ত্রী, কেউই আমাদের কাজের জায়গা থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম-এর নির্দেশ পাইনি। যখন সেই নির্দেশ এল, তখন এতটাই দেরি হয়ে গিয়েছে যে, উড়ানে করে আসা-যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। ফলে একই দেশে থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ভীষণ খারাপ সময়ে আলাদা, একা। আমাদের মাঝে ১৪০০ মাইলের দূরত্ব। যতই বড় হই, বিপদে পড়লেই শুধু দুটো মুখ চোখে ভাসে-বাবা আর মা। ওঁরাও এখানে নেই। এই দেশে আমার একমাত্র আপনজন আমার স্ত্রী, সেও কাছে নেই।

আজ আবার বরফ পড়ছে। কিন্তু এখন সকাল নয়, সন্ধ্যা। বাবা-মায়ের জন্য আমার ভীষণ প্রিয় মানুষের একটি লাইন দিয়ে শেষ করি– 'দে আর টুগেদার ইন সাইলেন্স লাইক অ্যান ওল্ড ম্যারেড কাপল ওয়্যারি অফ লাইফ, বিয়ন্ড দ্য পিটফলস অফ প্যাশন, বিয়ন্ড দ্য ব্রুটাল মকারি অফ হোপ অ্যান্ড দ্য ফ্যানটমস অফ ডিজইলুসন ঃ বিয়ন্ড লাভ'(লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা-মার্কোয়েজ)।